তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

প্রথম আলো

অর্ধেক সদস্য নিয়ে সিনেটে আজ উপাচার্য নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন করতে অর্ধেক সদস্য নিয়ে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন বসছে আজ শনিবার। বিএনপি-জামায়াত-সমর্থিত শিক্ষকদের বর্জন, আওয়ামী লীগ-সমর্থিত শিক্ষকদের একটি অংশের বিরোধিতা এবং ডাকসু নির্বাচন ছাড়া উপাচার্য নির্বাচন না করতে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তিনজনের 'উপাচার্য প্যানেল' ঠিক করা হবে আজকের অধিবেশনে।

আগামী ২৪ আগস্ট বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই তিনজনের মধ্য থেকে নতুন উপাচার্যকে বেছে নেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

সিনেটের ১০৫ জন সদস্যের মাত্র ৫৫ জন সদস্য থাকায় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগ-সমর্থিত শিক্ষকদের নীল দলের একটি অংশ। একই কারণ দেখিয়ে অধিবেশন বর্জন করেছেন বিএনপি-জামায়াত-সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকেরা। সিনেটে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রতিনিধি না থাকায় আজ বিকেল তিনটায় অধিবেশনের আগে বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ইভেন্ট খুলে এই বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, তিন দশক ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীদের মতামত ছাড়াই। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অস্তিত্বকে স্বীকার না করার শামিল।

২০১৩ সালের ২৪ আগস্টও একইভাবে সিনেটে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন বর্তমান উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক। ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি সাময়িকভাবে নিয়োগ পান। এর সাড়ে চার বছর পর বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করেন। তখন সিনেটের সদস্য ছিলেন ৫০ জন।

বর্তমান সিনেটে মোট ৫৫ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিনিধি রয়েছেন। কিন্তু নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, ৫ জন শিক্ষার্থী প্রতিনিধিসহ আরও ৫০ জন সদস্য অনুপস্থিত। ১৬ জুলাই সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার পর ২৪ জুলাই উচ্চ আদালতে ১৫ জন শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন। কিন্তু এই আদেশটি ২৬ জুলাই স্থগিত করে দেন চেম্বার বিচারপতি। ৩০ জুলাই এ ব্যিয়ে পরবর্তী শুনানির কথা রয়েছে। এর মধ্যেই আজ নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

কমসংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণে নির্বাচন ঘোষণাকে 'কৌশল' বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ। এদিকে গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার হোসেন খান বলেন, চার বছরের বেশি সময় ধরে অনির্বাচিত উপাচার্যের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার পর যখন ২০১৩ সালে উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচন করা হয়, তখন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিসহ অনেক সদস্যপদ শূন্য ছিল। এর প্রতিবাদে সাদা দল উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য সিনেট অধিবেশন বর্জন করেছিল। এরপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় এই অধিবেশনও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাদা দল।

এ বর্জনের সিদ্ধান্তের পর ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা মিলে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবেন। নিয়ম অনুযায়ী, সিনেটের কোনো অধিবেশনের কোরাম পূর্ণ হতে ২৫ জন সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, সিনেট একটি চলমান বডি। এখানে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন করে বা অন্য কোনো নির্বাচন করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করতে হবে—এমন কোনো কথা নেই।